সেস্থলে ব্রজউপাসকগণ ভদ্রসেনাদিরই পূজা করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের পীঠপূজার যে শ্বেতদ্বীপ ও ক্ষীরসমুদ্রের পূজার কথা উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গোলকধামেরই নাম শ্বেতদ্বীপ। ক্ষীরসমুদ্রের পূজা বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে—শ্রীবৃন্দাবনে কোটি কোটি কামধেনু শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া এবং বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া যে দুগ্ধধারা ক্ষরণ করিতেছে, তাহাকে ক্ষীরসমুদ্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীগোলাক বর্ণনের পর যে প্রকার উল্লেখ আছে, তাহাতে পাওয়া যায়—যে গোলোকে সুরভিগণ হইতে সুমহান ক্ষীরসাগর প্রবাহিত হয়, যেস্থানে নিমেষার্দ্ধকাল সময়ও গত হয় না, অর্থাৎ যে স্থানের কাল অপ্রাকৃত ও নিশ্চল, আমি সেই শ্বেতদ্বীপকে ভজন করি—যে শ্বেতদ্বীপকে সাধুসমাজ গোলোক বলিয়া জানেন। এইপ্রকার সাধুসমাজ জগৎমধ্যে সংখ্যায় কয়েকটি আছেন মাত্র। শ্রীগোলোকে যে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিমণ্ডল আছে, সে সকলই অপ্রাকৃত এবং অতিশৈত্য ও সন্তাপগুণ পরিত্যাগ করিয়া নাতিশীতোষ্ণরূপে বিদ্যমান আছে। এই যে চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির অপ্রাকৃতত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সকল কল্যাণ-গুণবিশিষ্ট বস্তুই যে গোলোকে আছে, ইহাই বুঝাইতেছে। নৃসিংহতাপণীতে যেমন উল্লেখ করা আছে, তাহাতে ইহাই পাওয়া যায়—মন্ত্ররাজের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেইটি পরমধাম—যে স্থানে দুঃখাদি নাই, যে স্থানে সূর্য্য উদয় হয় না, যে স্থানে বায়ু প্রবাহিত হয় না, যে স্থানে চন্দ্রমা জ্যোৎস্না দেয় না, যে স্থানে নক্ষত্র প্রকাশ পায় না, যে স্থানে অগ্নি পোড়ায় না, যে স্থানে মৃত্যু প্রবেশ করে না এবং যে স্থানে কোন দোষ নাই। ইত্যাদি বচনের তাৎপর্য্য এই যে—সেই শ্রীভগবদ্ধামে প্রাকৃত চন্দ্র-সূর্য্য নাই এবং প্রাকৃত চন্দ্র-সূর্য্যের মত সেখানে অতি সন্তাপ বা অতিশৈত্য নাই। এই প্রণালীতে কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন নিষেধ-প্রসঙ্গের সঙ্গতি করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের পরিকরবর্গের ব্যাখ্যা করা হইল।

এইক্ষণে শুদ্ধভক্তগণের ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি প্রকার যথামতি ব্যাখ্যা করা হইতেছে। তন্মধ্যে ভূতশুদ্ধি নিজ অভিলষিত ভগবৎসেবার উপযোগী ভগবৎ-পার্ষদদেহভাবনা পর্য্যন্তই করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ আমি শ্রীকৃষ্ণের কোন একটি দাস বা সখা কিম্বা পিতামাতা অথবা কান্তা—এইপ্রকার ভগবৎসেবা করিবার উপযুক্ত পার্ষদদেহ ভাবনা করিলেই শুদ্ধভক্তগণের ভূতশুদ্ধি করা হয়। যেহেতু যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবাকেই মুখ্য পুরুষার্থ বলিয়া জানেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ ভাবই নিজের ভাবের অনুকূল হইয়া থাকে। এইপ্রকার যেখানে যেখানে সাধকের নিজাভিষ্টদেবের রূপের সঙ্গে অভেদরূপে নিজের চিন্তার কথা উল্লেখ আছে, সেখানে সেখানে নিজাভীষ্টদেবের পার্ষদত্ব